অদম্য আমরা

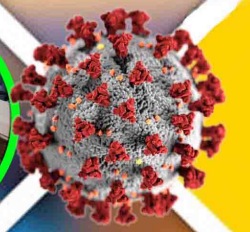

অন্ধকারকে পেছনে ফেলে

নতুনের মাঝে আলো জ্বালি

নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল

“অন্ধকারকে পেছনে ফেলে নতুনের মাঝে আলো জ্বালি”

নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুলের ৩ মাস পূর্তি উৎসব

কৃতজ্ঞতা

জনাব আনজুমান আরা
জেলা প্রশাসক, নড়াইল

জনাব মু. শাহ আলম
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট

জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নড়াইল

পরিকল্পনা

মিঠু কুমার রায়
কাকলী টিকাদার
বিবেক বিশ্বাস
উজ্জ্বল রায়

গ্রন্থনা

আবু রেজোয়ান
তাজিবুর রহমান
মঞ্জু রানী পাল
বিপ্লব কুমার দাস
মোঃ উজির আলী
মাহফুজা ইয়াসমিন শ্রাবনী

আলোকচিত্র

NOPS এর শিক্ষকবৃন্দ

অলংকরণ ও সম্পাদনা

নাজমুল হাসান লিজা

প্রকাশকাল

২০ আগষ্ট ২০২০

বাণী

জেলা প্রশাসন, নড়াইল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"আমার বাড়ি আমার স্কুল" এই স্লোগানকে সামনে রেখে মহামারী করোনাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নড়াইল এর উদ্যোগে **"ICT for Primary Education Narail"** গ্রুপের এক ঝাঁক তরুন শিক্ষকের সহযোগিতায় **"নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল"** এর যাত্রা শুরু হয় ২০ মে ২০২০ তারিখে। ইতোমধ্যে অনলাইন স্কুলের কার্যক্রম ৩ (তিন) মাস উত্তীর্ণ হয়েছে। মহামারী করোনার এই প্রাদুর্ভাবকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অনলাইন স্কুলটির মাধ্যমে নড়াইল জেলা তথা সারা দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। ইতোমধ্যে স্কুলটির আপলোডকৃত ক্লাসের সংখ্যা ৫০০ অতিক্রম করেছে। নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা **"অদম্য আমরা"** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সৃজনশীল ও দক্ষ কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই গ্রুপটি শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক ভূমিকা রাখাসহ আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করি। তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ে তুলতে আইসিটি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকরা আজকের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। **"ICT for Primary Education, Narail"** গ্রুপটি তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নড়াইলের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা যুক্ত করে এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি। **"ICT for Primary Education, Narail"** গ্রুপের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আনজুমান আরা
জেলা প্রশাসক
নড়াইল

বাণী

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নড়াইল (সাবেক)

মহামারী করোনাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নড়াইল এর উদ্যোগে ICT for Primary Education Narail এর এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষকের সহযোগিতায় **"আমার বাড়ি আমার স্কুল"** এই স্লোগানকে সামনে রেখে "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" এর যাত্রা শুরু হয় ২০ মে ২০২০ তারিখে। ইতোমধ্যে অনলাইন স্কুলের কার্যক্রম (তিন) মাস অতিক্রম করেছে। মহামারী করোনার এই প্রাদুর্ভাবকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অনলাইন স্কুলটির মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা **"অদম্য আমরা"** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ICT for Primary Education, Narail গ্রুপটি তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নড়াইলের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা যুক্ত করে এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি। **ICT for Primary Education, Narail** গ্রুপের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মু. শাহ আলম
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
বাগেরহাট

বাণী

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
নড়াইল

"আমার বাড়ি আমার স্কুল" এই স্লোগান সামনে নিয়ে মহামারী করোনার এই দুঃসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ' ICT for Primary Education, Narail' গ্রুপের এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক'রা জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নড়াইল'র উদ্যোগে "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল'র যাত্রা শুরু করে ২০ মে ২০২০ খ্রি. তারিখে। মহামারীর এই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকালেও এই স্কুলটির মাধ্যমে নড়াইল জেলা তথা সারা দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে পাঠ অনুশীলন করতে পেরেছে বলে মনে করি। নড়াইল অনলাইন স্কুলের শিক্ষকরা **"অদম্য আমরা"** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সৃজনশীল ও দক্ষ কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই গ্রুপটি শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক ভূমিকা রাখা সহ আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করি। এই জেলায় নতুন যোগদান করে এই গ্রুপের কাজ দেখে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি ।

পরিশেষে আমি 'ICT4 Primary Education, Narail' গ্রুপের আইসিটি চর্চার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হুমায়ুন কবির
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
নড়াইল

প্রসঙ্গ কথা

মিঠু কুমার রায়
(ICT4E Ambassador Teacher)
সহকারী শিক্ষক
তুলারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

মুজিবশতবর্ষ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। ২০২০ সালকে নিয়ে তাই কত শত পরিকল্পনা! জাতির প্রত্যাশা- ঘটবে হাজার স্বপ্নের বাস্তবায়ন! সেই যে ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হলো ক্ষণ গণণা-আর মাত্র একটা দিন। কত আয়োজন। প্রতিটি বিদ্যালয়, অফিস সর্বত্র সাজ সাজ রব। কিন্তু সব কিছুকে ম্লান করে দিয়ে শহর, দেশ, মহাদেশ অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিল এক অদৃশ্য আতঙ্ক, নোভেল করোনা ভাইরাস (covid-19). হাজারো শিশুর কলতানে মুখরিত বিদ্যালয়গুলো থেমে গেল নিমিষে। প্রাণহীন বিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র ইট, কাঠ, পাথর হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্ব প্রস্তুত হলো এক অমোঘ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে। আমরা বললাম- বৈশ্বিক মহামারী।

এমন পরিস্থিতিতে ICT4E District Ambassador Teacher হিসেবে প্রথমেই মনে হলো,-কীভাবে নিজ জেলার শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারি! শিক্ষায় ICT ব্যবহার সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষক বাতায়ন ও মুক্তপাঠ এ শিক্ষকদের কীভাবে সক্রিয় করতে পারি! এমন চিন্তা থেকেই আগ্রহী শিক্ষকদের খোঁজ নিয়ে **ICT4 Primary Education, Narail** নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি গ্রুপ তৈরি করে সবাই যুক্ত হলাম। অনলাইন লার্নিং প্লাটফর্ম **মুক্তপাঠ** হতে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স সম্পন্ন করার পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ডেভেলপ করে **শিক্ষক বাতায়নে** আপলোড করার মধ্য দিয়েই আমাদের কার্যক্রম এগিয়ে চললো। ইতোমধ্যে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ ফেইসবুক পেজ **ঘরে বসে শিখিতে** শুরু হলো অনলাইন পাঠদান। **ICT4 Primary Education, Narail** গ্রুপের শিক্ষকগণ ও চলমান শিক্ষা আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন, এমন সময় এলো সেই আহ্বান! মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রুপের শিক্ষকগণ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় মিলিত হলাম। এজন্য মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ধন্যবাদও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শুরু হলো কর্মপরিকল্পনা। ২০ মে ২০২০ **নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল** যাত্রা শুরু করলো সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে।

ইতোমধ্যে আমরা অতিক্রম করলাম তিনমাস। জেলার আগ্রহী শিক্ষকগণ এগিয়ে এসেছেন আমাদের কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে। নিজ জেলার শিক্ষকদের পাশাপাশি ভিন্ন জেলার শিক্ষকদের সাথে নিয়ে আমরা তিনমাসে প্রায় ৬০০ ক্লাস আপলোড করে কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছি। অনলাইন ক্লাস পরিচালনায় দক্ষ করতে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি অভিবাবক এবং শিক্ষার্থীদেরকেও সম্পৃক্ত করতে। ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের কার্যক্রম কতটুকু পৌঁছে দিতে পেরেছি, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।

তিনমাস অতিক্রম করতে গ্রুপের শিক্ষকদের সাথে একাধিকবার জুম মিটিং এ মিলিত হয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয় জনাব মু. শাহ আলম। স্যারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সম্প্রতি স্যারের বদলীজনিত কারণে নড়াইল জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব মো. হুমায়ুন কবীর স্যার, তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে উৎসাহ প্রদান করে চলেছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে, অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও যে সকল শিক্ষকগণ অনলাইন পাঠদান কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবোনা। আমি বিশ্বাস করি, তারা নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল এর প্রাণ, তারা অনলাইনযোদ্ধা। নড়াইল জেলার অনলাইন পাঠদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের পাশাপাশি সারা দেশের যে সকল শিক্ষকগণ চলমান পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছেন, নিরলস পরিশ্রমে একের পর এক নতুন নতুন ক্লাস উপহার দিয়ে চলেছেন; তাদের সবাইকে আমি স্যালুট জানাই। লক্ষ শিক্ষার্থী নয়, একজন শিক্ষার্থীও যদি কার্যক্রমে উপকৃত হয়, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

সম্পাদকীয়

এ্যাডমিন
নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল

সারাবিশ্ব নীরব ঘাতক করোনার জন্য সবকিছু থেকে বিরত। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবা ছাড়া অন্য সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তখন কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা চলমান রাখতে নড়াইল এর কিছু উদ্যোগী, প্রশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দকে সাথে নিয়ে শুরু করি অনলাইন প্রাথমিক শিক্ষা। এরই আলোকে **নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল** আত্মপ্রকাশ করে চলমান রেখেছি এই শিক্ষা কার্যক্রম। জেলা প্রশাসক জনাব আনজুমান আরা মহোদয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মু. শাহ আলম মহোদয় এর নেতৃত্বে গত ২০ মে ২০২০খ্রি. তারিখ থেকে নড়াইল এর তিনটি উপজেলার কিছু শিক্ষক নিজেদের উদ্যোগে একের পর এক অনলাইন গ্রুপ প্লাটফর্মে ক্লাস আপলোড করে চলেছি আমরা।

শুধু অনলাইনে নয়, স্থানীয় টিভি কেবল অপারেটর-এ নড়াইল জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই ক্লাসগুলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের উপযুক্ত করেই এই ক্লাসগুলো তৈরী করা হয়েছে। এর ফলে শিশুরা যেমন সহজভাবে, বিনোদন সহকারে তাদের ক্লাসের পাঠগুলো অনায়াসে আয়ত্ব করতে পারছে, তেমনি আমরাও আমদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার এর সাথে সাথে নিজেদের শাণিত করে চলেছি। শুধু রেকর্ডেড ক্লাস নয়, আয়োজন করা হয়েছে অনলাইন লাইভ ক্লাস এর উৎসব। যার ফলে আমাদের শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা আরও ফলপ্রসূ হয়েছে।

নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল এর পক্ষ থেকে **অদম্য আমরা** নামে এই স্মরণীকাটি প্রকাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মহামারী করোনাকালীন সারাদেশের শিক্ষকদের ন্যায় নড়াইল প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাইল ফলকে স্বাক্ষর রেখে যাওয়া। শিশুদের এই অনলাইন শিক্ষার জন্য কিছু শিক্ষক বিশেষ করে দলনেতা মিঠু কুমার রায় এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছি ৩০ এর অধিক প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনলাইন শিক্ষাদানের পথচলা।

এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যে সকল শিক্ষকবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন এবং ক্যামেরার পেছনে থেকে পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করে চলেছেন, তাদের জন্য রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মোঃ নাজমুল হাসান লিজা
সহকারী শিক্ষক
নন্দকোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

Admin Pannel of
নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল

মিঠু কুমার রায়
সহকারী শিক্ষক
তুলারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

নাজমুল হাসান লিজা
সহকারী শিক্ষক
নন্দকোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

উজ্জ্বল কুমার রায়
সহকারী শিক্ষক
নালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

কাকলী টিকাদার
সহকারী শিক্ষক
শহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

বিবেকানন্দ বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক
রামেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

মোঃ আবু রেজোয়ান
সহকারী শিক্ষক
বাঐসোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কালিয়া, নড়াইল

টুকরো স্মৃতি

কাকলী টিকাদার
সহকারি শিক্ষক
নড়াইল শহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মানুষের চিত্তবিকাশে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তার বিকশিত চিত্তই শতদলের মত একটি দেশ জাতিকে বহুমুখী বিকাশে সাহায্য করে। নবদিগন্তে উদ্ভাসিত করে। এটা কেবলই সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের ফলে। এটাকে সামনে রেখে করোনাকালীন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা চলমান রাখার জন্য সম্মানীয় জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হল নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল। যেহেতু এটা অনলাইন ভিত্তিক স্কুল সেহেতু এটার পাঠ উপস্থাপনও একটু অন্যরকম।

ঘরে বসে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। একটা অন্য রকম অনুভূতি। উপভোগও করছিলাম বটে। কারন নতুন কিছু করতে পারা। যেটা শুধু টিভি বা ইউটিউবে দেখেছি কিভাবে একটা বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। এখন নিজেকেই সে ধরনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে শিখন শেখানো কার্যাবলী উপস্থাপন করতে হবে। অবশ্য আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান আমার মোটামুটি ছিল আগে থেকেই। এটার উপর প্রশিক্ষণ ছাড়াও চাকরীকালীন অবস্থায় একটা এনজিও পরিচালিত সেশন ভিত্তিক ল্যাপটপ এবং ট্যাব নিয়ে টিচিং সংক্রান্ত কাজ করেছি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি শুক্রবার। কিন্তু এই অনলাইন স্কুলের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু শেখার ইচ্ছে আমাকে তাড়িত করছিল। প্রথম দিকে ভেবেছিলাম এই ঝামেলায় যাব না। কিন্তু নড়াইল জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব উজ্জ্বল কুমার রায় বললেন ডিপিও স্যার আমাকে যেতে বলেছেন।

আমি স্যারের সাথেই ডিসি অফিস যাই এবং তারপর থেকে শুরু হয় এই যাত্রা। এই যাত্রায় ভাল মন্দ অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ দিনের ঘটনা তুলে ধরছি। তাছাড়া অভিজ্ঞতাই একজন মানুষের জ্ঞানের উৎস। যে যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তার ততবেশি জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে। ভাবছিলাম কিভাবে আমার প্রানপ্রিয় শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ নিয়ে পৌছাতে পারব। প্রথমে এক্সরেকর্ডার দিয়ে পাঠ তৈরি করে উপস্থাপন করলাম। ভাল লাগল না। নিজেকে কেমন রোবট লাগছিল, কারন বডি ল্যাংগুয়েজ ছিল না শুধুমাত্র মুখের ব্যবহার ছিল। বাদ দিলাম। পরে রেকর্ডেড ক্লাস নিতে শুরু করলাম, বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু এটার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ক্লাস পরিচালনা করছি, হঠাৎ মনে হল এই কথাটা বলা হয়নি। মা-মণিকে বলেছি কেটে দাও। আবার শুরু করলাম আবার ভুল হল বললাম কেটে দাও। এভাবে বারোটা থেকে তিনটা বেজে গেল কেটে দাও কেটে দাও বলতে বলতে। ঘেমে ভিজে যাচ্ছি তবুও হাল ছাড়ছি না। ক্লাস আমি আপলোড করবই। বাকি রইল মেয়ের বাবা, তাকে অনুরোধ করলাম। মেয়ের বাবার ভাষ্য ছিল "এটা না করলে সকালে কি তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে"? শেষ পর্যায়ে উনিই আমাকে ক্লাসটি তৈরি করতে সাহায্য করলেন। কি বলব কম্প্রেসর করতে গিয়ে কিভাবে সেটাও ডিলিট হয়ে গেল। আবার রেডি হয়ে ভিডিও তৈরি করে ঐদিন সন্ধ্যায় ক্লাসটি আপলোড করি। আসলে কোন পুলিশ আমাকে ধরতে আসবে না, কিন্তু আমি সবসময় ভেবেছি আমার উপর যে দায়িত্বটা আছে সেটা যথাযথ ভাবে পালন করি। সেই দায়িত্ববোধটাই আমাকে তাড়া করছিল। আমার সমস্যা একটাই ছিল ভিডিও তৈরি।

তা না হলে অনেক ক্লাস আমার দ্বারা সম্ভব ছিলনা। এখন লাইভ ক্লাস আপলোড করছি, একবারেই শেষ। কারণ অনলাইন স্কুলের ৩ মাসের অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা, এখান থেকে জেলা এ্যাম্বাসেডর হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এ অবদান কখনোই ভোলার নয়। যিনি আমাকে সারাক্ষন অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি- জনাব মিঠু কুমার রায়। আবেদন বিষয়ক সহযোগিতা করেছেন জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস। আর একজন মানুষ যার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় লিজা ভাই, ঠান্ডা মাথার মানুষ। মাঝে মধ্যে পরিচালনা করেছেন ঠান্ডা মাথায়। উনার মাধ্যমে স্ট্রিম ইয়ার্ডটা শিখছি। আর অন্যান্য মাধ্যম গুলোর ব্যবহার না করলে কি কাজ সেটা জানতাম। এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় এখানে কাজ করতে এসে মনে হয়েছে, শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান কিংবা এই যে প্রতিনিয়ত কত টেকনিক্যাল দিক আমরা শিখে চলেছি। কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনাবোধ একটা অন্যরকম বিষয়, যা মানুষকে স্মরনীয় করে রাখে আজীবন। এটা আমাদের সমৃদ্ধ করার কথা ভাবতে হবে প্রতিটা মূহুর্তে প্রতিটা ক্ষনে।

স্বপ্ন, পরিকল্পনা, বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা ও পেশাগত অর্জন

"আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন, নড়াইল ও নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল"

বিবেকানন্দ বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক
রামেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

করোনা মহামারীর ঘরে বসে কাটানোর যন্ত্রনাদায়ক দুঃসময়টাকে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা, শিক্ষার্থী, পেশাগত উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, দুঃসময়টাকে কিভাবে সুসময়ে ট্রান্সফর্ম করা যায়, যন্ত্রনাকে কিভাবে আনন্দময় করা যায় তারই ভিত্তিতে চমৎকার একদল ইনোভেটিভ শিক্ষকের প্লাটফর্ম "আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন, নড়াইল।" স্বপ্নটা আকাশ ছোঁয়ার নয়, কিন্তু করোনা মহামারীর এই সময়ে ঘরে বসে অলস সময় পার না করে ঘরে থেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করা আর নিজেদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। কয়েকজন সমমনা সহকর্মীর সহযোগিতায় আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন মেসেঞ্জার গ্রুপের সূত্রপাত। যেখানে পরবর্তীতে আরও আগ্রহী ও সমমনা সহকর্মীরা যুক্ত হয়ে নিজেদের ও অন্যদেরকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জেলাকে আইসিটি কার্যক্রমে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। অতীতে করে আসা ট্রেনিংগুলোকে এই অকল্পনীয় অবসরে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, বিশেষতঃ আইসিটি ট্রেনিং এর। সে মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক ট্রেনিং গুলোর সমন্বয়ে আইসিটি ট্রেনিং এর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট করার পরিকল্পনা গৃহিত হয়।

জেলার একমাত্র এ্যাম্বাসেডর জনাব মিঠু কুমার রায় এর নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমরা সংগঠিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। শিখেছি কিভাবে আরো সুন্দর করে কন্টেন্ট তৈরী করা যায়। ন্যাশনাল অনেক সেরা কন্টেন্ট ডেভলপারদের কাছ থেকে ও আমরা শিখেছি ও তা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করেছি। আমরা যোগসুত্র তৈরী করতে পেরেছি নড়াইলের তিন উপজেলায়। আইসিটির অদৃশ্যজালে আবদ্ধ তিন উপজেলার শিক্ষকবৃন্দ। অনেক শিক্ষককে চিনতে পেরেছি। জানতে পেরেছি তাদের সুনিপুন কর্মদক্ষতা ও আগ্রহ সম্পর্কে। ঘরে থাকার এই সময়টাকে আমরা সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করে চলেছি।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ডিপিইও স্যার আমাদেরকে জানালেন যে অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস নিতে হবে। ডিসি মহোদয়ের সাথে আমাদের মিটিং হল। আমাদের সামনে খুলে গেল এক নতুন রাস্তা। এতোদিনে আমরা যে কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের দক্ষতা অর্জন করেছিলাম সেটাকে এখন ক্লাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে এগুনোর চেষ্টা শুরু হল। যাত্রা শুরু হল "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুলের"। শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা এবং অনলাইন, রেডিও ও টেলিভিশন ভিত্তিক বিকল্প শিক্ষা প্রোগ্রামের পাশাপাশি নিজেরাই ডিজিটালী ক্লাসনিয়ে শিশুদের ঘরে পৌছানোই ছিল মূল লক্ষ্য। OBS, Screen recorder, Camtesia, Youcut, compressor, zoom, room, meetmn, নানান সফটের/apps এর মাধ্যমে সুন্দর করার চেষ্টা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সুন্দর ক্লাস উপহার দেয়ার একটা সুস্থ্য প্রতিযোগিতা শুরু হল।

এই সকল কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও অর্জন বিস্তর হয়েছে। আমরা অনলাইনে ট্রেনিং করাতে ও করতে পেরেছি, দুর্যোগপূর্ণ এই সময়েও আমাদের শিক্ষকেরা OBS এর একটা শর্ট ট্রেনিং করিয়েছেন নিজেদের উদ্যোগে, যা প্রশংসনীয়। শিখেছি লাইভ স্ট্রিমিং। এছাড়াও অনলাইন ও অফলাইনে অনেককে এটার ব্যবহার শিখিয়েছেন। আমরা সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। দুর্গম অবস্থানে থেকেও কানেক্টেড থাকতে পেরেছি। কাদা মাড়িয়ে খোলা রাস্তায় গিয়ে, অন্ধকারে ছাদে উঠে সন্ধান করেছি ভালো নেটওয়ার্কের। টেবিলের উপর চেয়ার উঠিয়ে বা খাটের উপর বালিশ সাজিয়ে তার উপর ল্যাপটপ বসিয়ে ক্লাস রেকর্ডিং এর রোমাঞ্চকর অনুভুতি রয়েছে অনেকের। প্রত্যেকের ডেভলপকৃত কন্টেন্ট সংখ্যা এখন সন্তোষজনক। অনেকের কন্টেন্ট সংখ্যা অর্ধশতক, শতক ছাড়িয়ে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। অনলাইন স্কুলের ক্লাস ছাড়িয়েছে ৬০০ এর অধিক। এ্যাম্বাসেডর সংখ্যা বেড়েছে। গ্রুপের সদস্যরা এখন স্বাবলম্বী। নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে সক্ষম। নতুন সদস্যদেরকে ও প্রত্যেকেই চেষ্টা করছেন যার যার অবস্থানে থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার।

অনেক শিক্ষকের কাজ এত ভালো হচ্ছে যে দেশের অন্যান্য শিক্ষকগন এখন তাদেরকে অনুসরন করছেন ও আমন্ত্রন পাচ্ছেন তাদের পেজে-এ ক্লাস নেওয়ার জন্য। ন্যাশনাল প্লাটফর্মে আমাদের অনেক শিক্ষকই এখন পরিচিত। আমাদের এই গ্রুপের আইসিটি কর্মকান্ড দিয়েই আমাদের জেলার প্রাইমারী স্তরে অনলাইন কার্যক্রম জাতীয়ভাবে পাচ্ছে মর্যাদা ও সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের শিক্ষকগন সচিব মহোদয় ও মহাপরিচালক মহোদয় সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের কর্মকান্ড, আমাদের চাহিদা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিটিংএ অংশ নিয়ে আন্তঃ যোগাযোগ অব্যহত রেখে চলেছেন।

কারো নির্দেশনা বা কোন ফিন্যানশিয়াল বেনিফিট ছাড়াই আমরা নিজেদের তাগিদে, নিজেদের ডেভলপমেন্টের জন্য, নিজেদের ক্যারিয়ারে কয়েকটা রঙিন পালক যুক্ত করার অভিলাষে, নিজেদের পকেটের টাকায় কেনা Whiteboard, marker, tripod ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজেদের সমৃদ্ধ করছি। "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল" ও "আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন, নড়াইল" আমাদের ভালোবাসার একটি প্লাটফর্ম। প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহনে এটা তিলতিল করে গড়ে উঠেছে। সকল সদস্যের অবদান এখানে অনস্বীকার্য।

আগামীতে আরও নতুন নতুন শিক্ষক এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়ে "আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন, নড়াইল ও নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল"কে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে জেলার আইসিটি কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে সন্তোষজনক অবস্থানে উন্নীত করবেন সেই প্রত্যয় নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব।

করোনা সময় ও আমরা

দুর্গেশ বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক
৮০ নং বনখলিসাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর।

কোভিড ১৯ এর জন্য সারা পৃথিবী থমকে গেছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো হয়ে গেছে অসহায়। বাংলাদেশও তার ছন্দ হারিয়েছে। আজ ৫ মাসের বেশি হলো স্কুল বন্ধ। শিশুরা হয়ে পড়েছে ঘরবন্দী। আর আমরা যারা শিক্ষক তারা হয়ে পড়েছি হাসির খোরাক। কতো কথাই না শুনতে পাই যে মাষ্টাররা-ই আরামে আছে। কি যে আরামে আছি তা আমরা জানি। নড়াইল অনলাইন স্কুলে ক্লাস নিয়ে কিছুটা সময় পার করছি। তার পরও সান্তনা যে শিশুদের জন্য কিছুটা করতে পারছি। অনেক অজানাকে জানা হলো অনলাইন স্কুলে ক্লাস করতে এসে। অনেক ভালো শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছি। দেশের বিভিন্ন জেলার অনলাইন স্কুলের শিক্ষকদের ক্লাস দেখে নিজেকে আরও বেশি পরিপাটি করে নিতে পারছি।

ধন্যবাদ জানাছি নড়াইল অনলাইন স্কুলে জড়িত সকলকে।

Off-line স্কুল থেকে On-line স্কুল

উজ্জ্বল রায়
সহকারী শিক্ষক
নালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

করোনাকালীন এই মহামারীতে ঘরে বসে শিখি'র আলোকে ২০ মে ২০২০ খ্রি. তারিখে "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" নামে একটি অনলাইন শিখন উপযোগী ভার্চুয়াল স্কুল'র কার্যক্রম শুরু হয়। স্কুলটির উদ্দেশ্য হলো করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই আলোকে "আইসিটি ফর প্রাইমারী এডুকেশন গ্রুপ'র" মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা মহোদয়'র আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় স্কুলের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর থেকে এটি ধারাবাহিকভাবে চলমান আছে। স্বাভাবিক সময়ের প্রত্যাশা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুললেও দিন দিন এই মহামারী দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে নেওয়ার জন্যই আমাদের এই অনলাইন প্লাটফর্মের ভার্চুয়াল পাঠদান কার্যক্রম। জানিনা আমরা কতটা এখানে দিতে পারছি এবং আমাদের সম্মানিত অভিভাবক ও স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থীরা কতটা নিতে পারছে এখান থেকে। তবে এই মহামারীর সময়ে আমরা যে ঘরে বসে থাকি নাই এটাই আমাদের বড় সান্তনা। এই প্লাটফর্মে কাজ করতে এসে নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এখানে আমরা কেউ প্রযুক্তি এক্সপার্ট না, সবাই সামান্য কেউবা বেশি প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে আমরা শুরু করেছি আমাদের এই অগ্রযাত্রা। এখানে যুক্ত হয়ে নিয়েছি অনেক, এবং দিয়েছি খুবই অল্প! এই গ্রুপ এ কাজ করতে এসে প্রযুক্তিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি, আর এই কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে নাম না বললেই নয়, সদর উপজেলার শিক্ষক মিঠু রায় দাদা'র আহবানে সাড়া দিয়ে এই গ্রুপে যুক্ত হই এবং পরবর্তীতে যিনি আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় তাকে বিরক্ত করেছি বেশি তিনি হলেন আমার প্রিয় বিবেক বিশ্বাস দাদা।

বলতে গেলে আমার প্রযুক্তির যেখানে যখন আমি বেঁধে গেছি, সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য তার শরণাপন্ন হয়েছি, এবং তিনি সেটা সমাধান করে দিয়েছেন। আমি তার কাছে সার্বিকভাবে কৃতজ্ঞ। অনেককে খুব কাছে থেকে চিনতে পেরেছি, হয়তো তাদের সম্পর্কে পূর্বে ভিন্ন ধারণা থাকলেও একসাথে কাজ করার সুবাদে তাদেরকে খুব কাছে থেকে অন্যভাবে চিনতে পেরেছি। একসাথে কাজ না করলে এটা সম্ভব হতো না। পেশাগত জীবনে কতটা দিতে পেরেছি জানিনা, তবে সব সময় ভাল কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছি হয়তো আমার এই চেষ্টায় কেউ খুশি হয়েছে আবার অনেকে অখুশি হয়ে থাকতে পারেন। অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার পূর্বে আমাদের যে ধারণা ছিল, তা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে এখন আমরা প্রযুক্তিতে অনেক সমৃদ্ধ এবং অনেক কিছু করতে পারি। আর এটা শিখেছি এই গ্রুপ থেকে। ক্লাস নিতে যেয়ে অভিজ্ঞতা কিন্তু কম নয় আমার, একটি ক্লাস রেকর্ড করতে রাত দুইটা/তিনটা বেজে গেছে। আবার একাধিকবার রেকর্ড করেও সেটা আবার ডিলিট করতে হয়েছে বা এডিট করতে হয়েছে। এভাবে কখন যে রাত শেষ হতে বসেছে, তা টেরও পাইনি! আবার কখনও একটা ক্লাস রেকর্ড এর মাঝখানে টিকটিকি ডেকে ওঠে, কখনোবা বিভিন্ন পশু পাখি। কখনোবা গাড়ীর শব্দ ইত্যাদির কারনে। পরবর্তীতে আবার

এভাবেই অনলাইন ক্লাস রেডি করে তা আবার আপলোড করার জন্য কখনোবা ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে আমাদের দুর্বল নেটের কারণে। আবার কখনো বা কম সময়ে পেরেছি সব কিছু মিলিয়ে সময়টাকে অনলাইনে কাটিয়েছি আনন্দের সাথেই। যদিও আমি ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ও ভার্চুয়াল ব্যস্ততার জন্য অন্যদের মতো বেশি সংখ্যক ক্লাস নিতে পারিনি! এভাবে যখন চলছে তখন এলো "জুম" নামক নতুন প্রযুক্তি! প্রবল আগ্রহ থেকে যুক্ত হওয়া, জুম মিটিং করা শিখে ফেললাম এবং তা ভালো করে আয়ত্ব করে গ্রুপে জুম মিটিং করা বিভিন্ন জনকে পরামর্শ দেয়া এবং বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মিটিং এ যুক্ত হওয়া ইত্যাদি। এরপর এলো "স্ট্রীম-ইয়ার্ড" নামক লাইভ প্রোগ্রাম করার প্রযুক্তি! সেটাও আয়ত্ব করে নিলাম এবং লাইভ প্রোগ্রাম করতে উৎসাহী হয়ে গেলাম শুরুতেই নিজেদের মাঝে লিজা ভাই, বিবেক দা, মিঠুদা আমরা নিজেরাই আভ্যন্তরীণ ভাবে নিজেদের মাঝে সেটা ঝালাই করি তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে লাইভ প্রোগ্রাম করতে থাকি এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রামে যুক্ত হতে থাকি। এভাবে কাটতে থাকে মে, জুন, জুলাই আর এখন আগস্ট শেষ হলেও মহামারী করোনা শেষ হয়নি! আর এভাবেই আমার সময়টা অফলাইন থেকে অনলাইনে রূপান্তর হয়ে গেলো। এভাবে প্রতিনিয়ত অনলাইনে ব্যস্ততা বাড়ার সাথে সাথে অনলাইন চ্যাটিং, মিটিং, ট্রেনিং, লাইভ প্রোগ্রাম, টক-শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা ইত্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন করতে হচ্ছে প্রতিনিয়িত। আমি মনে করি এটা করোনা মহামারীর আশীর্বাদস্বরূপ! হয়তোবা করোনাকালীন এই দীর্ঘ সময়ে ঘরে বসে না থাকলে এগুলো আয়ত্ব করা হতো কিনা জানিনা, তাই এই হিসেবে বলতে পারি করোনা যেমন নিয়েছে অনেক, দিয়েছেও কিন্তু অনেক কিছু! তবে এই মহামারী দ্রুতই অবসান হয়ে আমরা আবার ফিরে যাই অনলাইন জীবন থেকে অফলাইন জীবনে এটাই আমার প্রত্যাশা। আমার মনে হয়েছে অনলাইন জীবন থেকে অফ-লাইন জীবনটাই সেরা উপভোগ্য জীবন। কেননা অনলাইন জীবনে দূরের জিনিস কাছে নিয়ে উপভোগ করা গেলেও অফলাইনের মতো সেটা উপভোগ্য হয়ে ওঠে না এবং অনলাইনে ব্যস্ততা বেশি। আর অফলাইনে ব্যস্ততা বেশি হলেও সেটা একঘেয়েমীপূর্ণ হয়না এবং তার মাঝে ক্লান্তি থাকলেও আনন্দ থাকে। অনলাইনে ব্যস্ততা এত বেশি যে তাৎক্ষনিক উত্তর চাই এবং প্রযুক্তির নতুন মাত্রায় কেউ লিংক পাঠিয়ে যখন-তখন যুক্ত হতে বলে বা আলোচনায় অংশ নিতে বলে। এক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলেও করা সম্ভবপর হয়। এভাবে অনলাইনে একসাথে একাধিক জায়গায় সময় দেয়া যায়। এটা যেমন সুবিধা তেমন অসুবিধা হলো এখানে সবাই শুধু বলতে চায়, শুনতে চাওয়া লোকের সংখ্যা খুবই কম! কিছু মজার কথা না বললেই নয়, বিগত কয়েক মাস আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি মিউট/আনমিউট, শুনতে পাচ্ছেন, আমাকে শোনা যাচ্ছে, ভিডিও/অডিও, অন/অফ এরকম শব্দ শুনতে শুনতে আমাদের অনলাইনের সময়টা কেটে যাচ্ছে। প্রযুক্তি আশির্বাদ যেমন তেমনি আসক্তিও বটে! আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি যেখানে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের কাল্পনিক উপস্থিতি ভেবে শিক্ষার্থীদের কল্পনা করে আমাদেরকে পড়াতে হচ্ছে। এখানে কাকে পড়াচ্ছি, কেন পড়াচ্ছি, কি, পড়াচ্ছি এটা না বুঝেই অনলাইনে পাঠ দিচ্ছি। আবার এটা কত শিক্ষার্থী দেখছে, পরবর্তীতে দেখবে কি না, সেটা দেখা গেলেও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। তারা আমাদের এই শিক্ষাটা কতটা গ্রহণ করছে এবং তাদের মতো করে আমরা বুঝাতে পারছি কিনা। আমরা এখন অফলাইন স্কুল থেকে অনলাইনে, ব্লাকবোর্ড থেকে মনিটরে, মনিটর থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে এফএম-এ, ফোন থেকে ল্যাপটপ স্ক্রিনে আছি। তাই আমি ল্যাপটপ স্ক্রিন থেকে আবার ফিরে যেতে চাই ক্লাসের সেই চক-ডাস্টারের কালো বোর্ডের সাদা অক্ষরে, যেখানে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখরিত হয় প্রিয় শিক্ষাঙ্গন। এজন্যই আমি মনে করি, "অনলাইন জীবন থেকে অফলাইন জীবনই শ্রেষ্ট"!

আলোর দিশারী

মঞ্জু রানী পাল
সহকারী শিক্ষক
গোবরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

বৈশ্বিক মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের ফলে আজ অবরুদ্ধ পুরো পৃথিবী। এই মহামারি হতে রক্ষা পেতে যে যার যার জায়গা থেকে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। নোভেল করোনা ভাইরাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন আক্রান্ত হতে থাকে এবং মৃত্যুবরণ করতে থাকে। চলতি বছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশে ও এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৭ই মার্চ ২০২০ ইং তারিখ বন্ধ হয়ে যায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তার সাথে সকল শিক্ষা কার্যক্রমও। নিয়মিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া, শ্রেনিকক্ষে পাঠ গ্রহণ করা, সহপাঠীদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় ও খেলাধুলা করা, বাসায় ফিরে আসা, পড়াশুনা করা শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন চালচিত্র। কিন্তু করোনার এই দুর্বিষহ মুহূর্তে এগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা, বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও লেখাপড়া। স্কুল ছুটির কারনে বাড়িতে বসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভালো-ই সময় কাটছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাটানো ভালোলাগা মুহূর্তগুলোর মধ্যে ও যখনই শিক্ষার্থীদের সাথে কাটানো স্কুলের সেই প্রাণচাঞ্চল্যকর মুহুর্তগুলোর কথা মনে পড়ে, তখনই বুকের ভেতর কেমন যেন হুহু করে ওঠে। মনে হয় যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম স্কুলে, দেখতে পারতাম সেই সন্তানতুল্য কচি মুখগুলো, দেখতে পারতাম তাদের মুখের হাসি, বোর্ডে চকের আঁচড়ে তাদের আবার পাঠদান করতে পারতাম। কিন্তু নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মনের এই ইচ্ছা গুলো শুধু ইচ্ছাই থেকে গেল, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা আর সম্ভব হলোনা। এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে দেশের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। অন্যন্য জেলার মত নড়াইল জেলায়ও সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব আনজুমান আরা ও সুযোগ্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মুহঃ শাহ আলম মহোদয় গণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে "আমার বাড়ি আমার স্কুল" শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০ মে ২০২০ইং তারিখ শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয় "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" শিক্ষা কার্যক্রমের শুভযাত্রা।

এই শুভ সূচনার সাথে সাথেই শুরু হয় 'ICT4 Primary Education, Narail Massenger গ্রুপ এর নতুন পথচলা। শুরুতে গ্রুপটিতে শিক্ষক বাতায়নে কনটেন্ট আপলোড করার জন্য কনটেন্ট তৈরি করা এবং কনটেন্ট ডেভেলপ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য গ্রুপটিকে আরও মহৎ কাজের সুচনা করতে হয়। শিক্ষক বাতায়নে পাঁচটি কন্টেন্ট আপলোড করার পর আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জনাব বিবেক বিশ্বাস স্যার আমাকে ICT4 Primary Education Massenger গ্রুপ-এ যুক্ত করেন। এজন্য আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আমাকে উক্ত গ্রুপে যুক্ত না করলে হয়তোবা আমি আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম না। আমি উক্ত গ্রুপ এ যুক্ত হওয়ার পর থেকে কনটেন্ট তৈরি ও কনটেন্ট ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত গঠনমূলক সুপরামর্শ পেয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারি শিক্ষক হিসেবে আমি এই গ্রুপে যুক্ত হতে পেরে এবং "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" এর শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। আমি মনে করি ICT4 Primary Education মেসেঞ্জার গ্রুপ এবং "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে পেরে অনেক অজানা বিষয় জানার মাধ্যমে নিজের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পেরেছি এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করতে পেরেছি। শুরুতেই অনলাইন ক্লাস পরিচালনার বিষয়ে আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম একথা ভেবে যে আদৌ আমার দ্বারা অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব হবে কিনা? আমাকে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সহকর্মী প্রবীন বিশ্বাস এজন্য আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংসার, ছেলে-মেয়ে সামলে অনলাইন ক্লাস প্রস্তুত করার জন্য কনটেন্ট তৈরি করে ক্লাস রেকর্ড করা আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। কোন কোন দিন আমি সারারাত জেগেও কনটেন্ট তৈরি করে তারপর ক্লাস রেকর্ড করি। বিশেষ করে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী যেদিন আমার ক্লাস আপলোড করার কথা থাকে তার আগের রাতে বলতে গেলে ঘুমানো আর হয়না। কারণ দিনের বেলা সংসারের কাজ করে সন্তানদের দেখাশোনা করার পর অনলাইন ক্লাস প্রস্তুত করার অবকাশ থাকেনা। এজন্য অনেকটা বাধ্য হয়েই রাত জেগে কনটেন্ট তৈরি ও ক্লাস রেকর্ড করি। ক্লাস রেকর্ড করার দিন আমার সাথে আমার রাত জাগা সাথী হয়ে থাকে আমার সন্তান। একটি ক্লাস ভিডিও করার সময় ভিডিও শুরু করার আগে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সেটকরা সহ কনটেন্ট তৈরি করা, ক্লাস রেকর্ড করা, ভিডিও এডিটিং করা যে কোনো কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে আমার ছেলে সুদীপ্ত পাল। সে নবম শ্রেণির ছাত্র। নিজের লেখাপড়ার চাপ থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে রাত জেগে অনলাইন ক্লাস রেকর্ড করে দিয়ে থাকে। এজন্য আমি আমার ছেলের প্রতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার সহযোগিতা ছাড়া কোনভাবেই আমার দ্বারা অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব হতোনা

একটি ক্লাস ডিডিও করতে প্রথমে অনেক ভুল হতো। আবার নতুন করে শুরু করতে হতো ভিডিও করা। কিন্তু একটা ক্লাসের কনটেন্ট তৈরি করে, ক্লাস রেকর্ড করে, এডিটিং করে আপলোড করার পর যখন "আমাদের গোবরাঞ্চল" নামক ফেসবুক গ্রুপ থেকে আমার বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ক্লাস দেখে আমাকে ফোন করে বলে, ম্যাডাম আমি অনলাইনে আপনার ক্লাস করেছি এবং বাড়ির কাজ করে রেখেছি তখন ক্লাস রেকর্ড করতে আমার যে কষ্ট হয় সে কষ্ট আমি অচিরেই ভুলে যাই। দূরে থেকেও যে আমি আমার শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করতে পেরেছি, এটা মনে পড়লেই আমার কাজ করার স্পৃহা অনেক বেড়ে যায়। দ্বিগুণ উদ্যমে আবার আমি কনটেন্ট তৈরি করি ও ক্লাস রেকর্ড করা শুরু করি। ক্লাস রেকর্ড করে আপলোড করতে গেলে প্রায়শই নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। সকল বিড়ম্বনা শেষে যখন ক্লাস আপলোড সম্পন্ন হয় তখন মনে আলাদা একটি আনন্দানুভূতি কাজ করে। ক্লাস এডিটিং এর জন্য প্রথমে ভালো কোনো অ্যাপের নাম জানতাম না। একেকটা করে অ্যাপ ইনস্টল করতাম আর দেখতাম কোনটা দিয়ে ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত 'Youcut, Kinemaster এ দুটি অ্যাপ ভিডিও এডিটিং এর জন্য ব্যবহার করেছি এবং সম্প্রতি ক্লাস ব্রডকাস্ট করার জন্য OBS Studio ব্যবহার করছি। শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়ন ও "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল" এ পাঠদান পরিচালনার জন্য কনটেন্ট তৈরি করার সুবাদে শিক্ষক বাতায়নে আমি এ পর্যন্ত ৪৪ টি কনটেন্ট, ১৭ টি ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করেছি এবং ১৮ টি অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেছি। আমার এসকল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমি এটুআই পরিচালিত ICT4E জেলা শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। এটি আমার পেশাগত জীবনে এক পরম পাওয়া। জেলা শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন নড়াইল জেলার একমাত্র অ্যাম্বাসেডর জনাব মিঠু কুমার রায়। এজন্য আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও আমার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ আমাকে এব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। আমি আমার সহকর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহামারি করোনা ভাইরাস দ্রুত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পৃথিবী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক, প্রতিটি মানুষ তার স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক-এই হোক মোদের প্রার্থনা। আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আবার মুখরিত হয়ে উঠুক প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রাণচাঞ্চল্যে-এই হোক মোদের প্রত্যাশা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের জন্য শুভ কামনা রইল।

অস্থিরতা

নজরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
মধুরগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল

Dear NOPS,
আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা জানিনা,
কিন্তু তোমাকে আমি আমার প্রতিটি স্বপ্নে দেখি।
তোমার জন্য আমার মন কাঁদে,
তোমার সঙ্গে কাজ করার জন্য ছটফট করি।
প্রতি রাতে তোমার কথা ভেবে আমার চোখে অশ্রুর বন্যা বয়।
একে কি বলা যায়?
যদি এর নাম ভালবাসা হয়,
তাহলে "নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুল"
আমি তোমাকেই ভালবাসি,
শুধু তোমাকেই ----------।

করোনাকালীন সময় ও আমি

মোঃ তাজিবুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
পার কেকানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কালিয়া, নড়াইল

করোনা মহামারী মোকাবেলায় গত ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে আজ অবধি সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। দিন যায়, আর নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়। আরও কিছুদিন পর থেকে শিক্ষক হিসেবে খুব অসহায় বোধ করতে শুরু করলাম। আমার বাড়ী একটি দুর্গম এলাকায়, যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্কও ভালো ভাবে কাজ করে না। বলা চলে বিভিন্ন টাওয়ার থেকে অল্প অল্প করে যৌথ নেট আমাদের মোবাইলে আসে। যার ফলে ঘরে কোন রকম ও মোবাইল বা কম্পিউটারে নেট ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যা-ই হোক এলাকার বর্ণনা না হয় আর না-ই দিলাম। দিনের বেলায় কোন এক সময় দূরের ফাঁকা জমিতে বা রাস্তার মাঝে গিয়ে দেশে ও বিশ্বের খবর জানতে নিয়মিত মোবাইলে নেট চালাই।

একদিন বিবেকানন্দ বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তির আইডি থেকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসলো। আমি একসেপ্ট ও করলাম। পরবর্তীতে তিনি আমাকে লিখলেন কালিয়া উপজেলায় ২৫ জন শিক্ষক বাতায়নের প্রোফাইলে রয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র আপনিই এক্টিভ আছেন, তাই আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম। ওখানেই আমাদের প্রথম পরিচয়। যাই-হোক একদিন বিবেকানন্দ স্যার ফোনে আমাকে বললেন "আমরা নড়াইল জেলাকে বাতায়নে সমৃদ্ধ করতে একটি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলতে চাই"। উল্লেখ্য যে নড়াইল জেলার একমাত্র এটুআই'র প্রাইমারি এ্যাম্বাসেডর জনাব মিঠু কুমার রায় স্যারের সাথে আমার ব্যক্তিগত ফোনালাপে পরিচয় ডিসেম্বর/২০১৯ এর কোন এক তারিখে। বিবেক স্যারের ফোনে এও জানতে পারি যে মিঠু স্যারের সাথে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। তাদের দুজনের কথায় আমি একমত পোষন করলাম এবং "আই সি টি ফর প্রাইমারি এডুকেশন ইন নড়াইল" নামে একটি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খোলা হলো, যেখানে যুক্ত হলো নড়াইলের আইসিটি প্রেমী অনেক গুনী শিক্ষকবৃন্দ।

কিছুদিনের মধ্যে একটা ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হলো রাত ৮.৩০ মিনিটে শুরু হলো আমার বিড়ম্বনা, মানে কোন রকমই আমি গ্রুপে যুক্ত হতে পারছি না। সেদিন মনে হলো আমি মনে হয় এই গ্রুপের ভিশন থেকে সরে যাচ্ছি। কিছুদিন পর শ্রদ্ধেয় ডিপিও স্যার ও ডিসি স্যারের তলবে আমাদের গ্রুপের ৩ উপজেলার প্রতিনিধিদের ডাকা হলো। অনেক কষ্ট করে লক ডাউন উপেক্ষা করে কালিয়া থেকে আমি ও আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আবু রেজোয়ান, যিনি আমার সিনিয়র সহকারি শিক্ষক দুজনে মিলেই প্রোগ্রামে হাজির হলাম। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণায়ও সহযোগিতায় একটি অনলাইন স্কুল পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় "আই সিটি ফর প্রাইমারি এডুকেশন ইন নড়াইল" এই গ্রুপের উপর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ মে ২০২০ তারিখে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের উদ্বোধনের তারিখ ধার্য করা হয়। যদিও এটা যুগোপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত, তথাপি আমার ভয় হতে লাগলো আমি কি পারবো এই ডিজিটাল প্লাটফর্মে টিকে থাকতে? যাই-হোক প্রাকৃতিক দূর্যোগ আম্ফান আমাদের উদ্বোধনীতে যেতে দিলো না। শুরু হলো অনলাইন ক্লাস।

এক এক করে পরিচিতি পেলাম OBS, zoom সহ নতুন নতুন অনলাইন টুলস। নিজেকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করলাম ডিজিটাল যুগের শিক্ষক হিসেবে। এটুআই কর্তৃক অনলাইন কোর্স ও করলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। নিজের এলাকাও যেমন দূর্গম, তেমনি মোবাইল নেটওয়ার্ক ও দূর্বল। তারই মাঝে নিজের সর্বোচ্চটা দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম, ঘোর অন্ধকারে (এখানে অন্ধকার বলতে আমার যত প্রতিবন্ধকতা) পাশে থেকে আমার সহধর্মিনী আমাকে সহযোগিতা করেছে অফুরান। অনুপ্রেরণার আরেক নাম বিবেক স্যার ও মিঠু স্যার, এছাড়াও গ্রুপের সকলেই আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। প্রায়ই ফোনে চালিয়ে যাও ভাডি উৎসাহ দিয়েছেন বিপ্লব স্যার ও বৌদি। এছাড়াও প্রবীন স্যার ও অমিতোষ স্যারের ক্লাস পরিচালনার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা শুনে আমার নেটে সমস্যার দিকে আর মন যেতো না, সকল দূর্দশা ফেলে ঘরে বসে কন্টেন্ট তৈরী, স্কুলে গিয়ে রেকর্ড এবং ৪জি নেটের সন্ধানে নেমে আপলোড দিয়ে ঘন্টাব্যাপী মোবাইল উচু করে রাস্তায় দাঁড়ানো আমার প্রায়ই দিনের রুটিন।

পাশাপাশি কালিয়ার অনেক শিক্ষককে এই প্লাটফর্মে আনার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, কিন্তু আমি ও আবু রেজোয়ান স্যার ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি বার বার। নিজের ইচ্ছায় গ্রুপে কাজ করছেন কালিয়ার সোনিয়া ম্যাডাম ও শিল্পি ম্যাডাম। শিল্পী ম্যাডামকে প্রচন্ড সহযোগিতা করেছেন আবু রেজোয়ান স্যার। উজ্জ্বল স্যার ও লিজা স্যার সর্বদা গ্রুপকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

মোটকথা গ্রুপের থেকে আমার অর্জন অনেক অনেক কিছু। নিজেকে আজ মনে হয় নতুন করে চিনলাম, পাশাপাশি আরো চিনলাম দেশের অগনিত শিক্ষকদের। ধারণা পেয়েছি প্রাথমিক, মাধ্যমিক সহ সকল প্রকার শিক্ষকতার। দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষকদের পথচলা। আবার শুনেছি অনেকের কটুকথা। সব মিলিয়ে এই করোনাকালে এক অন্যরকম আমি। এরই মাঝে বেঁচে আছি, স্বপ্ন দেখি নতুন নতুন দিনের।

করোনা আমায় যা দিল

বিপ্লব কুমার দাস
সহকারী শিক্ষক
লুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

১৭ মার্চ থেকে করোনা শুরু। আজও চলছে। কেড়ে নিয়েছে অনেকের প্রাণ, কিন্তু আমায় দিয়েছে অফুরাণ। এই করোনাকালে কয়েকজন তরুণ শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। এই অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের বয়স ৩ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমি একজন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে এই স্কুলে ক্লাস নিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই অনলাইন স্কুল আমাকে আই সি টি জগতে ব্যাপক সমৃদ্ধ করেছে। এই স্কুলের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি, তাদের ক্লাস দেখেছি, জুম মিটিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। ধন্য ধন্য নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল ধন্য। আমি এই স্কুলের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আত্মকথন

সম্পী পোদ্দার
সহকারী শিক্ষক
দেবভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সদর, নড়াইল

যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যার হিলে পড়ে
যেমনি দুলিল যে ব্যথা বিধিল বুকে
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগান্তরে
জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।
শুভেচ্ছা জানাই সংশ্লিষ্ট সকলকে।

এইতো সেদিন হঠাৎ শুরু হলো নড়াইল অনলাইন স্কুলের পথচলা। বাকিটা সকলের জানা। একগুচ্ছ সৃষ্টিশীল কর্মঠ শিক্ষকের কাজের প্রতি আন্তরিকতা দেখেছি আর অবাক হয়েছি। পৃথিবীতে এমন মহামারী আসে। এবারও এসেছে কোভিড-১৯। শত্রু করোনা ভাইরাস বাইরে। মানুষ ঘরে বন্দী। সারা বিশ্বে লড়ে যাচ্ছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশও এই মহামারীর আওতায়। সেই সাথে আছে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, বন্যা, অতিবৃষ্টি। গর্বের সঙ্গে বলতে হয় যে আমাদের একজন দক্ষ প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলেছেন।

আমরা শিক্ষক শুধুই শেখাবো তা তো নয়, শিখতেও তো হবে। আর এই করোনাকালীন ঘরে বসেই কিছু সুদক্ষ মানবিক ধৈর্যশীল শ্রদ্ধেয় স্যারদের সহযোগিতা পেয়েছি, যা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। পরিশেষে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার প্রার্থনা যেন বিশ্ব থেকে এই ভয়ংকর মহামারী বিদায় নেয়। সেই সাথে ফিরে আসুক স্বস্তি। আমরা আবারও কোলাহলে মুখরিত হই শিশুদের সাথে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে।

প্রকৃতি ও সহমর্মিতা

উজ্জল রায়
সহকারী শিক্ষক
১নং নালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

চারিদিক সুনশান নিরবতা নিস্তব্ধ বিশ্ব,
ধন-সম্পত্তি ক্ষমতা থাকতেও ধনাঢ্যরা আজ নি:স্ব।
ঘরে বসে হয়তো তারা লোকসানের অংক কষছেন,
আর গরিব দিন-মজুর সব সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছেন।
গাড়ির চাকা ঘুরছে না, অফিস আদালত খুলছে না,
মানুষগুলোও আর আগের মতো করে চলছে না,
শুধু প্রকৃতি চলছে তার অমোঘ নিয়মে।
এখনো নিশি অবসান হয়ে উঠছে আবার দিনমনি,
রবি'র কিরণে ঠিকই পৃথিবী হচ্ছে উত্তপ্ত!
প্রকৃতি কিন্তু তার স্ব-রূপেই আছে বিশ্বমাঝে।
শুধু বদলে গেছি প্রকৃতির এই মানুষগুলি!
বাঁচার আশায় মানুষগুলো আজ নিজ গৃহে বন্দী,
বাঁচতে হলে প্রকৃতির সাথে করতে হবে সন্ধি।
এভাবে চলতে থাকলে ধনীর হবেনা সর্বনাশ,
দিন-মজুর আর খেটে খাওয়ারা'ই হবে বিনাশ।
যাদের ঘাম ঝরা রক্তে হয়েছো তুমি ধনী আজ,
প্রকৃতি'র দু:সময়ে তাদের নাই কোনো কাজ।
অনাহারীর মুখে অন্ন যোগাতে হাতটা বাড়াও,
অসময়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পাশে দাঁড়াও।
----- ৩০.০৩.২০২০ খ্রি.

আমরা শিক্ষক

মিতা রাণী কুন্ডু
সহকারী শিক্ষক
তালবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

আমাদের তোমরা ভর্ৎসনা করো
করো যত উপহাস,
তোমাদেরই জন্ম দিয়েছি আমরা
খুঁজে দেখো ইতিহাস।
৫টি বছর পার করে এসে
চলে আসো মোদের ক্রোড়ে,
জ্ঞান সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে
মানুষ করেছে এই কারিগরে।
হয়েছো ডাক্তার হয়েছো মোক্তার
আমাদেরই পরিশ্রমে,
বড় হয়ে সব রাখোনি মনে
প্রাইমারি শিক্ষকেরে।
কত বলেছো বড় হয়ে স্যার
আপনাদের মত হবো শিক্ষক,
শিক্ষক থাক দূরের কথা
রাখনি মোদের মান।
বড় আশা ছিল মোর ছাত্র
হবে যখন বড় কর্মী,
তার শিক্ষকদের উচ্চে উঠাবে
দেখবে বিশ্ববাসী।
ভুল সব, কিছুই পেলাম না
তবুও মোরা হাল ছাড়বো না,
নিঃস্বার্থে গড়ে যাব মোরা
তোদের জীবনখানা।

লক ডাউন

মোঃ আবু রেজোয়ান
সহকারী শিক্ষক
বাঐসোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কালিয়া, নড়াইল

লক ডাউন, লক ডাউন গোটা বিশ্ব।
শুধু লক ডাউন নেই.....
করোনা বনাম করুণাময়ের খেলায়
ভয়, আতঙ্ক আর মৃত্যুর মেলায়
বেঁচে থাকার প্রাণের আকূতিতে
ক্ষুধা এবং আদিম জৈবিকতায়।
সংবাদের প্রধান শিরোনামে
ক্যামেরার অবিরাম ফ্লাস লাইটে
জাহির করার হীন মানিসকতায়
প্রতিটি নিশ্বাসে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে
রোষানল, প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসায়।
শুধু লক ডাউন নেই.....
পৃথিবীর আবর্তনের গতিতে
সৌর দীপ্ত কিংবা চাঁদের কিরণে
পনির সিক্তকরণে, আগুনের দহনে
বাতাসে নিশ্বাসের অক্সিজেনে।
নদীর প্রবাহে, সমুদ্রের কল্লোলে
পুষ্পের প্রস্ফুটনে, রঙে, সৌরভে
ফসলের মাঠে, বনে, জঙ্গলে
ভূগর্ভে, পাহাড়ে, পর্বতে, ঝর্না ধারায়,
প্রকৃতির রাজকীয় মহিমায়।
শুধু লক ডাউন নেই.....
কপট সংসারের মায়ায়
তাঁর সাথে কাটানো মধুর কিছু সময়
ঝগড়া, অভিমান এবং ভালোবাসায়
সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার খেলায়।
নবজাতকের আগমনী ধারায়
গৃহবন্দী শিশুর দস্যিপনায়
মায়ের বকুনি কিংবা বাবার প্রহরায়
লেখাপড়া কিংবা ইনেডার ক্রিড়ায়
ভোজন, ঘুম, কল্পনা, এবং প্রার্থনায়।
শুধু লক ডাউন নেই.....
হাসপাতালে রোগীর বিছানায়
স্বজনদের ক্রন্দন এবং অপেক্ষায়
চিকিৎসক, সেবিকাদের কর্মব্যস্ততায়
চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনায়।
পুলিশ কিংবা এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে
রেডিও কিংবা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে
মাইকে আমায় সতর্ক করার আহ্বানে
কাঁটাতারের প্রাচীর পেরিয়ে
ঘাতক বিষের বিশ্ব ভ্রমণে.....
শুধু লক ডাউন নেই.....
আমার ভাবনায়
আর আমার নিঃসঙ্গতায়.....

শিক্ষাগুরু

শেখ আশকাত হোসেন
সহকারী শিক্ষক
৭৭নং ধলইতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল

ছাত্রজীবন হতে আমার লেখা পড়া শুরু,
লেখা পড়া শিখে এখন হলাম শিক্ষাগুরু।
মানব সম্পদ গড়ব মোরা শিক্ষা কারিগর,
শিক্ষার জন্য ভেদাভেদ নাইতো আপন পর।
শিক্ষা ছাড়া জাতির কভু হয়না উচু শীর,
এই গৌরব অর্জনেতে নত হয়না বীর।
জাতির ইচ্ছা জাতির ভাষা করতে হবে পূরণ,
এসো ভাইসব এসো সকল হয়ে একমন।
শিক্ষা করে শিক্ষা দিয়ে ভুবন করবো আলো,
শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির দূর হয়না কালো।
এসো সবাই হিংসা ভুলে, করি পাঠদান শুরু,
জাতির গৌরব বাড়াতে প্রস্তুত আমরা শিক্ষাগুরু।

"স্মৃতিকথা"

শিল্পী সাহা
সহকারী শিক্ষক
৩০ নং ঘশিবাড়ীয়া গন্ধবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
কালিয়া, নড়াইল

সারা বিশ্ব যখন থমকে গেছে, শারীরিক, মানসিকভাবে করোনায় আক্রান্ত, সেখানে জ্ঞানদান নিছক-ই হাস্যরস তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। যেকোন জাতির কাছে শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু, যা আজ প্রস্ফুটিত। করোনা ভাইরাসের দূর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষা যখন মুখ থুবড়ে পড়ার ন্যায়, পিছিয়ে যাওয়ার পথে, ঠিক তখনই মহাসংকটের সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানসকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সারা দেশের ন্যায় নড়াইল জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এবং আইসিটি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের সহযোগিতায় তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে নড়াইল অনলাইন ক্লাসে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। দেশ উন্নয়নশীলের রেখায়, অনলাইন পাঠদানে শিক্ষার জন্য আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। আর তখন থেকেই এই ক্রান্তিলগ্নে নিজের ভিতরে থাকা সামান্য জ্ঞানটুকু বিতরণ করে অনলাইন পাঠদানে নিজেকে সামিল করার সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

বৈশ্বিক মহামারীকালে, অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অনলাইন প্লাটফর্মে নিজেকে সামিল করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত, আপ্লুত। প্রিয় শিক্ষার্থীদের হয়তো ছুঁয়ে আদর করতে পারছিনা, কিন্তু আমার অনুভবে তারা প্রত্যক্ষ। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এছাড়া যারা আমাকে এমন মহতী কাজে সামিল হবার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা সকল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দিবেন। সুযোগ হবে সকল সহকর্মীর সাথে বসে সেই মধুর স্মৃতি বিজড়িত টেবিলের আড্ডায়। সৃষ্টি কূলে কেউই ভুলের উর্দ্ধে নয়,

প্রিয় সহকর্মীর সহায়তায় বিশ্বাস করি, ভুল সংশোধন করে যোগ্য শিক্ষক হব। পরিশেষে আমাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে সফল করতে আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করব এবং সকলকে চেষ্টা করতে অনুরোধ করব।

স্মৃতি বিস্মৃতি

মাহফুজা ইয়াসমীন শ্রাবণী
সহকারী শিক্ষক
আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

বাংলাদেশ একটি ছোট্ট রূপকথার দেশ; সচরাচর যেকোনো বিপদ আমাদেরকে অতটা ভাবায় না বা জাতি হিসেবে আমরাও ভাবতে চাইনা। ২০২০ এর সূচনালগ্নে চীনের উহান থেকে ভয়াবহ এক মহামারীর নাম আমরা জানতে পারি, তা হলো 'নোভেল করোনা'। মার্চ মাসে আমরাও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আক্রান্ত হতে থাকি। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ছুটি পেয়ে আনন্দে যখন আত্মহারা হচ্ছি, সেই সাথে প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার খবর শুনে চোখ ভেজাচ্ছি। খালি চোখে দেখতে পাইনা অথচ কী ভয়ংকর ভাইরাস রাতারাতি পাল্টে দিচ্ছে পুরো বিশ্বকে। মানুষ গৃহবন্দী। সময়টা মন্দ কাটছিলো না। মেয়েকে নিয়ে হেসে-খেলেই দিন পার করছিলাম। তবে যেহেতু কর্মজীবী কিছুটা প্রতিবন্ধকতা কাজ করছিলো, বুঝতে পারছিলাম না কী করলে ভালো লাগবে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে পরম শ্রদ্ধেয় জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস স্যারের আহবানে যুক্ত হই ICT4 Primary Education, Narail নামক মেসেঞ্জার গ্রুপে ২৩ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে।

প্রাথমিক শিক্ষায় নড়াইল জেলায় বিপ্লব ঘটানোর জন্যই এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠা; বুঝতে বাকী থাকল না। নড়াইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের জেলা অ্যাম্বাসেডর (একমাত্র কান্ডারি) জনাব মিঠু কুমার রায় স্যারের সাথে পরিচিত হলাম। বিনয়ের অবতার বললেও কম বলা হবে স্যার সম্পর্কে। অনেক পরিচিত শিক্ষকের সাথে দেখা হল গ্রুপে, তাঁদের মধ্যে আছেন জনাব বিপ্লব কুমার দাস, জনাব মঞ্জু রানী পাল, জনাব অমিতোষ মল্লিক, জনাব দ্বীপ নারায়ণ বিশ্বাস, জনাব শম্পা পান্ডে, জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম। আর যাঁদেরকে দূর থেকে দেখেছি আর সবসময় ভেবেছি যদি কিছু শিখতে পারতাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম জনাব নাজমুল হাসান লিজা, জনাব উজ্জ্বল কুমার রায়, আর আমার দীক্ষাগুরু জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস। অসম্ভব কর্মচঞ্চল কিছু মানুষকেও এই গ্রুপে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন জনাব প্রবীন কুমার বিশ্বাস, জনাব মোঃ তাজিবুর রহমান, জনাব কাকলী টিকাদার, জনাব আবু রেজোয়ান, জনাব দুর্গেশ বিশ্বাস, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জনাব মিতা রানী কুন্ডু, জনাব সম্পী পোদ্দার, জনাব মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব হীরক গোস্বামী। শুরুতে গ্রুপটিতে কনটেন্ট তৈরি এবং এর মান উন্নয়নই ছিলো মূল লক্ষ্য। তবে সময়ের চাহিদা মোতাবেক অনলাইন স্কুল প্রোগামিং-এ আমরা যুক্ত হই। আর এই কাজে আমাদের সাথে ছিলেন তৎকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মু. শাহ আলম মহোদয়।

সাধারণ রেকর্ডিং, স্ক্রিন রেকর্ডার, ওবিএস স্টুডিও ইত্যাদি ব্যবহার করে শুরু হয় আমাদের পথচলা। রুটিন তৈরি করে সুসংবদ্ধভাবে এঁগুতে থাকি আমরা। আমার কাজের হাতেখড়ি বিবেক স্যারের নির্দেশনায়। কাজের শুরুতে বড় ধরণের ধাক্কায় খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে যায় আমার সবকিছু। হঠাৎ মেয়েটার পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়; আমি যেন অকূল পাথারে পড়লাম। এর মধ্যে ২০মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নড়াইল জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব আনজুমান আরা নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের উদ্বোধন করেন। সেই সাথে ডিশ চ্যানেলের মাধ্যমে ক্লাসগুলো সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিদিন ভাবতাম, আমি কী অনলাইন স্কুলে ক্লাস নিতে পারব? এই সময়টায় মনে সাহস যুগিয়েছিলেন যে মানুষটা তিনি প্রবীন কুমার বিশ্বাস স্যার।

২ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলে প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের ক্লাস আপলোডের মাধ্যমে পথচলা শুরু হয় আমার। মেয়েটিকে নতুন করে দাঁড়াতে-হাঁটতে শেখানোর কৌশল যেন আমাকেও প্রতিনিয়ত রপ্ত করতে হতো। কী করব, কীভাবে করব এই চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজে লেগে যেতাম। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুম আসতো না। পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ক্লাসগুলোও নিয়মিতভাবে নেওয়া শুরু করি। সবচেয়ে বেশী ভালো লাগা কাজ করতো যখন শিক্ষার্থীরা ফোন দিয়ে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইত এবং হোমওয়ার্ক করে জমা দিত। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষকেরাও ফোন দিয়ে শুভকামনা জানিয়েছেন। এরপর ওবিএস স্টুডিও নিয়ে গ্রুপের জুম প্রশিক্ষণ, গ্রুপে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেও আমি মনে করি। ইতোমধ্যে আমার তিনজন প্রিয় মানুষ জনাব শামিমা মতিন, জনাব উম্মে সালমা শিল্পী এবং জনাব শিল্পী সাহা গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন। গ্রুপে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমন্ডলীর সান্নিধ্য পেয়েছি। নতুন এই প্লাটফর্মে নিজেকে আবিষ্কার করেছি ভিন্নরূপে। মানুষের জীবনের অজানা-অচেনা মূহুর্তগুলোও অনেক সময় নতুন নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটায়। 'করোনা' কেড়ে নিয়েছে স্বাভাবিকতা, কিন্তু শিখিয়েছে অনেক কিছু নতুন করে। তবে যাই ঘটুক না কেন, আমাদের সন্তানেরা বেড়ে উঠুক বাঁধাহীনভাবে নিঃশঙ্ক চিত্তে।

করোনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা

মোঃ উজির আলী
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
নড়াইল কালেক্টরেট স্কুল, নড়াইল

মহামারি করোনাভাইরাসে যখন সারাবিশ্বের জনজীবন স্থবির, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য আর শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়েছে ধ্বস। ঠিক সেই সময় নড়াইলের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে নড়াইলের একঝাক উদীয়মান, তরুণ, বীর, করোনাযোদ্ধা, মানবিক শিক্ষকগণের উদ্যোগে, স্নেহের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে তৈরি হয় নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল। আর স্কুল বন্ধকালীন সময়ে এই স্কুলের সুফল পেয়ে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকবৃন্দ ব্যাপক খুশি। আর এই মহতী কাজে নিয়োজিত জীবন বাজি রাখা সকল বীর মানবিক শিক্ষকের তালিকায় আমার নামটা লেখাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, এবং সেই সাথে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সারাজীবন মানবিক মানুষ হয়ে মানুষের পাশে থেকে মানবসেবা করে যেতে চাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত-ইনশাআল্লাহ।

যোজন-যোজন

শিল্পী সাহা
সহকারী শিক্ষক
৩০নং ঘশিবাড়ীয়া গন্ধবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
কালিয়া, নড়াইল।

সূর্য ডুবে পশ্চিম আকাশে অস্ত যাবে
পাখি তার নীড়ে ফিরবে,
যোজন যোজন দূরে থাকা ছেলে
মায়ের কোলে ফিরবে।
সব অপেক্ষার অবসান হবে
অন্ধকার কেটে যাবে জোছনার আলোতে
সব সহজ নিয়ে বেঁচে থাকবে জাতি
কালো রাত ছিলো বিশ্বাস হয়?
মেনে নিতে যোজন যোজন ভাবতে হবে আমাদের
চন্দ্র সূর্য স্বাক্ষী ছিলো বুলেটের আঘাত
গন্ধ ভোলা শ্বাস আমরাও উপভোগ করেছি
এই আগস্টে।
মুজিব মুজিব স্টেনগানে ভারী রুদ্ধতা নিয়ে মিছিল,
এই বাংলায় অভাব ভোলাতে
দল মত ভুলে এক রঙে মিশতে হবে বাংলাকে।
স্টেনগান হোক, তুমি রবে রক্তে বহে
প্রতি মায়ের কোলে।

জোস্না এবং আমি

মোঃ আবু রেজোয়ান
সহকারী শিক্ষক
বাঐসোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কালিয়া, নড়াইল

তুমি অভ্রভেদী স্নিগ্ধতা হৃদয়ের অনির্বাচনীয় ভাবনা
হিমালয়ের শীতল শুভ্রতা,
বিলের জলে শাপলার হাসি নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ
সাগরে উর্মিমালার রাজকীয় সৌন্দর্য।
রূপকথার গল্প, অজস্র কবিতা,
শিশুর ললাটে স্নেহ টিপ
তুমি নীরব প্রেমের ইন্দ্রজাল
কবি হৃদয়ে ছন্দের আবির্ভাব
দৃশ্যমান রিদিমার আইফেল
ঝিঝি পোকার আনন্দ মিছিল।
তোমার-আমার ধারের মিল।
তুমি ধার করেছ আলো আমি অলীক স্বপ্ন।
অমাবস্যায় আঁধার আর স্বপ্ন ভাঙ্গার খেলা খেলি।
ফিরে আসি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত,
আর রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

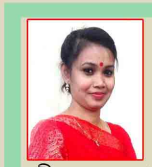

ভালোবাসার প্লাটফর্ম

উম্মে সালমা শিল্পী
সহকারী শিক্ষক
ভওয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল

জীবন চলে যাচ্ছে নদীর স্রোতের মতো। আর এই জীবনস্রোত অতিবাহিত করার পেছনে থাকে এমন কিছু ঘটনা যা কথামালায় রূপ নেয়। অন্তর থেকে সেই কথা বলার ধ্বনি কখন যে ভালোলাগা-ভালোবাসায় রূপ নেয়, তা বলা সত্যিই কঠিন। নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুল হচ্ছে আমার এমনই একটি ভালোলাগা-ভালোবাসার প্লাটফর্ম। আজ এই প্লাটফর্মটির তিন ৩ মাস পূর্তি উৎসব। তাইতো মনে আজ উৎসবের আমেজ। বৈশ্বিক এই করোনাকালীন দূর্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমার পরিবারের সাথে ঘনিষ্টতম সময় কাটিয়ে দিন পার করছিলাম। হঠাৎ নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার আইসিটি (ICT) ট্রেনিং না থাকায় আমি ক্লাস নিব এটা ভাবতেই সাহস পাইনি। উপরন্তু আমার চৌদ্দ ১৪ মাসের শিশুকন্যা। একদিন আমি আমার বাবাকে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলে ক্লাসের কথা বললাম। বাবা এ কথা শুনে আমাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য খুবই উৎসাহ প্রদান করলেন। তখন থেকে একটু চিন্তা শুরু করলাম যে কি করা যায়? কিছুদিন পর আমার কন্যার জনক নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের পাঠদান দেখে আমাকেও উদ্বুদ্ধ করল ক্লাস নেওয়ার জন্য। এরপর শামীমা মতিন বহ্নি আপুর ক্লাস দেখে আমি আপুকে ফোন দিলাম। আপু বলল, ট্রেনিং নেই তাতে কি? তুই স্কুলে যেভাবে পাঠদান দিস, সেভাবেই ক্লাস নিতে পারিস। একথা আমি আমার মা-বাবা, আমার কন্যার জনককে বললে তাঁরা সবাই আমাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলো। এমতাবস্থায় নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের এডমিন গ্রুপ অনলাইনে একটি আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য দিল। ফর্মটি আমি পূরণ করলাম এবং পছন্দমতো ক্লাসের তালিকা দিলাম। অতঃপর এডমিন গ্রুপ আমাকে একসেপ্ট করলে আমার বান্ধবী মাহ্‌ফুজা ইয়াসমিন শ্রাবণী আমাকে রুটিনের জন্য ফোন দিল, এবং আমার ক্লাস নেওয়ার তারিখ চূড়ান্ত হলো। আমি প্রথমে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ক্লাস নিলাম। আর এ ব্যাপারে যার অবদানের কথা অনস্বীকার্য, যিনি ভিডিও না করলে আমার ক্লাসটি নেওয়া সম্ভবপর হতোনা তিনি আমার ছোটভাই (মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, চরবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল) আর ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার ছোটভাবী আমাকে অনেক দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেছে, যা আমার পাঠদানে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে।

বৈরী আবহাওয়ার সময়টা এভাবেই বেশ কাটছিল। হঠাৎ আমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা যাওয়ার কারণে আমি গ্রুপে ক্লাস নিতে পারবোনা বলে অপারগতা প্রকাশ করি। আর বাবার আকস্মিক না ফেরার দেশে চলে যাওয়াটা আমি মেনে নিতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি ক্লাস নেওয়ার জন্য এখনও মানসিক ভাবে প্রস্তুত নই। অসাধারণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের লাইভ ক্লাস। সত্যিই অবিশ্বাস্য! দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে সবাইকে আমন্ত্রিত। ভালোলাগা-ভালোবাসার এই প্লাটফর্মে ফিরতে চাই আমি নতুন করে, আরও বেশি উদ্যমী হয়ে। যেখানে চেষ্টাটা থাকবে অনেক বেশি, স্বপ্নটা থাকবে কল্পনাতীত। মঙ্গলহোক সকলের।

পরিশেষে বলে যাই- আলোকিত, মুখরিত, অগণিত কোমলমতি শিশুরা আমার, যতদিন থাকবে করোনাকালীন এই দূর্যোগ, ততদিন থাকব আমরা নড়াইল অনলাইন প্রাইমারি স্কুলে। সাথে থাকব, শিক্ষা নিব, এই হোক মোদের প্রত্যয়; জানবে দেশ, দেখবে দেশ ঘটবে না পড়াশোনার ব্যত্যয়। জ্ঞানের ভান্ডার আমার হে প্রিয় বিদ্যালয়-- তুমি যে আজ বড্ড একা। আশা রাখি শিশুরা শীঘ্রই কড়া নাড়বে তোমার দরজায় শিশুদের জ্ঞানের আলো তখন প্রস্ফুটিত হবে শিক্ষার মাঝে তারা খুঁজে পাবে জীবনের নতুন অধ্যায়। এই হোক মোদের অঙ্গীকার।

শিক্ষকের নাম	পদবী ও কর্মস্থল	ফোন নং ও ই-মেইল	যোগদানের তারিখ	জন্ম তারিখ	ছবি
মিঠু কুমার রায়	সহকারী শিক্ষক তুলারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল।	01714670007 mithuroy0007@gmail.com	6/3/2003	10/4/1976	
মোঃ তাজিবুর রহমান	সহকারী শিক্ষক পার কেকানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কালিয়া, নড়াইল।	০১৭১১১৪০৪৪২, tajiburs.tr@gmail.com	2/9/2012	4/6/1985	
শিল্পী সাহা	সহকারী শিক্ষক ঘশিবাড়িয়া গন্ধবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিয়া, নড়াইল।	shilpisaha3844@gmail.com	26/11/2014	02/11/1992	
উম্মে সালমা শিল্পী	সহকারী শিক্ষক ভওয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	০১৭৫৯৮১৩৯৯৩ salmaummemahira3@ gmail.com	13/01/2016	30/12/1989	
মাহফুজা ইয়াসমীন শ্রাবণী	সহকারী শিক্ষক আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	০১৭২৫৮৭৫৬৯২, m.y.srabonee@gmail.com	10/10/2017	21/4/1989	
দুর্গেশ বিশ্বাস	সহকারী শিক্ষক বনখলিসাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	০১৯৮৬ ৬৭৯৩৩৪	19/9/2010	16/10/1982	
মোঃ উজির আলী	প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নড়াইল কালেক্টরেট স্কুল নড়াইল সদর, নড়াইল	01726504854 uzirali235@gmail.com	6/01/2018	11/7/1992	

শিক্ষকের নাম	পদবী ও কর্মস্থল	ফোন নং ও ই-মেইল	যোগদানের তারিখ	জন্ম তারিখ	ছবি
মিতা রাণী কুণ্ডু	সহকারী শিক্ষক তালবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল।	01787752328	7/1/2007	30/11/1983	
হেমা বর্মন	সহকারী শিক্ষক, তুলারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল।	01751338665 hemabormonasst@gmail.com	13/1/2016	17/5/1993	
হীরক গোস্বামী	সহকারী শিক্ষক গুয়াখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	০১৭১৭৫১১০৭৯ goswamihirak1@gmail.com	8/01/2017	12/9/1984	
মঞ্জু রানী পাল	সহকারী শিক্ষক গোবরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল।	০১৭৫৪৪২৯৫৭৮, manju050986@gmail.com	16/9/2010	05/9/1986	
হাছিনা খাতুন (বিথি)	সহকারী শিক্ষক মহাজন কলাগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কালিয়া, নড়াইল।	০১৭৫৩-৬০৬৬২৮, bithykhatun353@gmail.com	27/6/2016	21/10/2016	
কাজী আমিরুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক সলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সদর, নড়াইল।	01790462692			
সম্পী পোদ্দার	সহকারী শিক্ষক দেবভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সদর, নড়াইল।	01916332879 sampimitna@gmail.com	11/6/2009	15/01/1981	

শিক্ষকের নাম	পদবী ও কর্মস্থল	ফোন নং ও ই-মেইল	যোগদানের তারিখ	জন্ম তারিখ	ছবি
কাজী ইমরান হোসেন	সহকারী শিক্ষক সারোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল	০১৯১৫১৩০৭৫৪ herokazi1988@gmail	12/3/2014	10/5/1988	
কাকলী টিকাদার	সহকারী শিক্ষক শহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল	01909437868 shrabon01909@gmail.com	21/8/2001	20/10/1980	
বিপ্লব কুমার দাস	সহকারী শিক্ষক লুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল।	০১৭১৬৫৬১৪৯৭ biplabdasnrl@gmail.com	7/2/2006	6/1/1982	
শামীমা মতিন	সহকারী শিক্ষক নাকশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল	01717724117 bonheeshikha@gmail.com	02/9/2012	7/25/1986	
প্রবীন কুমার বিশ্বাস	সহকারী শিক্ষক ভদ্রবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	01743146964 probinnrl@gmail.com	21/6/2016	25/12/1985	
মোঃ আবু রেজোয়ান	সহকারী শিক্ষক, বাঐসোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কালিয়া, নড়াইল।	01712165741 aburejoan@gmail.com	5/3/2009	10/2/1983	
বিবেকানন্দ বিশ্বাস	সহকারী শিক্ষক রামেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সদর, নড়াইল।	01914244847 bibekmitna@gmail.com	23/4/2006	27/10/1977	

শিক্ষকের নাম	পদবী ও কর্মস্থল	ফোন নং ও ই-মেইল	যোগদানের তারিখ	জন্ম তারিখ	ছবি
সোনিয়া খানম	সহকারী শিক্ষক টি করগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল।	01911437886			
সোনিয়া সুলতানা	সহকারী শিক্ষক সরসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কালিয়া, নড়াইল।	01778957100	03/6/2003	25/11/1981	
মোঃ ইমদাদুল হক	সহকারী শিক্ষক রায়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল	0171700447 Imdadul72@gmail.com	18/01/2016	01/01/1991	
নজরুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক রুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল	01718194940 nazrul05061987@gmail.com			
সম্পা পাণ্ডে	সহকারী শিক্ষক আউড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল।	01712798615			
শেখ আশকাত হোসেন	সহকারী শিক্ষক ধলাইতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল	01778266493 skashkatashkat @gmail.com	20/11/2013	21/10/1984	
অমিতোষ মল্লিক	সহকারী শিক্ষক নিরালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নড়াইল সদর, নড়াইল	01720997638 amitoshbd2000@gmail.com	21/6/2016	20/10/1985	

মোছাঃ সেলিনা পারভীন	সহকারী শিক্ষক দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লোহাগড়া, নড়াইল	01714696515 Selinaparvin523@gmail.com	30/12/2004	17/05/1985	

বিগত সময়ে লাইভ ক্লাস এবং প্রশিক্ষণের কিছু ঘোষনা

পেছনের কারিগর

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন বিবেক বিশ্বাস

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন মঞ্জু রানী পাল

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন মো: আবু রেজোয়ান

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন শিল্পী সাহা

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন প্রবীন বিশ্বাস

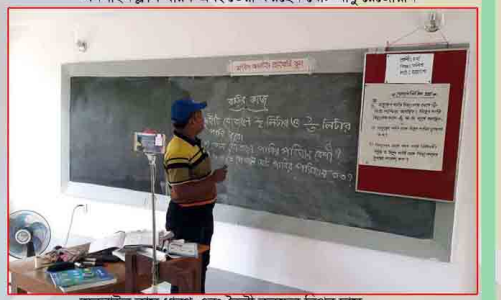

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন বিপ্লব দাস

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন মিতা রানী কুন্ডু

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন হাছিনা খাতুন বিথী

অনলাইন ক্লাস ধারণ এবং তৈরী করছেন সম্পী পোদ্দার

এ্যালবাম

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইন বিদ্যালয় তৈরী প্রস্তুতির সভা

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইন বিদ্যালয় এর শুভ উদ্বোধনী সভা

অনলাইন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করছেন জেলা প্রশাসক মহোদয়

জেলা প্রশাসক মহোদয় এর সাথে NOPS শিক্ষকদের ফটোসেশন

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মু. শাহ আলম মহোদয়ের বিদায়ী অনুষ্ঠান

নতুন যোগদানকৃত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হুমায়ুন কবির মহোদয়কে বরণ

জেলা প্রশাসক মহোদয় এর সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন সময়ে NOPS শিক্ষকদের আলোচনা সভা

জেলা প্রশাসক মহোদয় এর সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন সময়ে NOPS শিক্ষকদের আলোচনা সভা

জেলা প্রশাসক মহোদয় এর সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন সময়ে NOPS শিক্ষকদের আলোচনা সভা

নড়াইল অনলাইন প্রাইমারী স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে

ধন্যবাদ